ISSN : 0975-8550

শ্রমণ

শ্রমণ সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক গবেষণা পত্রিকা

একচত্বারিংশ বর্ষ ।। কার্তিক ১৪২১ ।। সপ্তম সংখ্যা

সূচীপত্র

তত্ত্বার্থ সূত্র : একটি পরিচিত ২২১
ড. অনুপম যশ

তত্ত্বার্থসূত্র--এর সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের তুলনাত্মক আলোচনা ২২৯
ড. অনুপম যশ

জৈনাগম ও জাতকে বর্ণিত চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা ২৩৫
শ্রী. বি. এল. নাহটা

তত্ত্বার্থসূত্র : রচনাপঞ্জী ২৪৫
ড. অনুপম যশ

সম্পাদক
শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক
শ্রী অনুপম যশ

।। সম্পাদক মণ্ডলী ।।

1. Dr. Satyaranjan Banerjee
2. Dr. Sagarmal Jain
3. Dr. Lata Bothra
4. Dr. Jitendra B. Shah
5. Dr. Anupam Jash
6. Dr. Abhijit Bhattacharyya
7. Dr. Peter Flugel
8. Dr. Rajiv Dugar
9. Smt. Jasmine Dudhoria
10 Smt. Pushpa Boyd

ISSN : 0975-8550

।। নিয়মাবলী ।।

- বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ।
- প্রতি বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ২০.০০ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ২০০.০০। আজীবন সদস্য ২০০০.০০ টাকা।
- শ্রমণ সংস্কৃতিমূলক এবং জৈন ধর্ম, দর্শন, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।
- যোগাযোগের ঠিকানা:

জৈন ভবন
পি-২৫ কলাকার ষ্ট্রীট্
কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন : ২২৬৮ ২৬৫৫,
jainbhawan@rediffmail.com

অথবা

জৈন সূচনা কেন্দ্র
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্
কোলকাতা - ৭০০ ০০৪

জৈন ভবনের পক্ষে শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পি ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট্, কলকাতা -৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং জৈন ভবনে গ্রন্থনীকৃত ও অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৮১ সিমলা ষ্ট্রীট্, কোলকাতা - ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

শ্রমণ

একচত্বারিংশ বর্ষ ।। কার্তিক ১৪২১ ।। সপ্তম সংখ্যা

তত্ত্বার্থ সূত্র : একটি পরিচিতি

ড : অনুপম যশ

তত্ত্বার্থ সূত্রের বাহ্য ও আন্তর পরিচিতি পেতে গেলে চারটি বিষয়ের বিশেষ পরিচয় জানা প্রয়োজন। এই চার বিষয় হল- (ক) প্রেরণা (খ) রচনার উদ্দেশ্য, (গ) রচনা শৈলী এবং (ঘ)বিষয় বর্ণনা।

(ক) প্রেরক সামগ্রী : গ্রন্থকার উমাস্বাতি যে যে সামগ্রী থেকে তত্ত্বার্থসূত্র রচনাকার্যের প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে--

১. আগম শাস্ত্রীয় জ্ঞানের উত্তরাধিকার : আস্তিক দর্শন সমূহ যেমন বৈদিক বাক্যের প্রামাণ্যে আস্থাশীল, জৈনদর্শন সম্প্রদায়সমূহ তেমনি আগমশাস্ত্রের প্রামাণ্যে আস্থাশীল। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় এই 'আগম' বিষয়ে (আগম সাহিত্য ও তার সংখ্যা) ভিন্ন মত পোষণ করলে-ও উভয় সম্প্রদায়ই তাদের নিজ নিজ স্বীকৃত আগম গ্রন্থ সমূহকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। গ্রন্থকার উমাস্বাতি তাঁর তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থের প্রতিটি সূত্র শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ের স্বীকৃত আগম শাস্ত্র সমূহের ভিত্তিতেই রচনা করেছেন। যে কারণে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায় বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলে-ও 'তত্ত্বার্থসূত্র' গ্রন্থটিকে তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের গ্রন্থবলেই মেনে নেন। দিগম্বরদের কাছে তত্ত্বার্থসূত্র তাঁদের স্বীকৃত আগম গ্রন্থ সমূহের-ই যেন সারসংক্ষেপ। অনুরূপ ভাবে শ্বেতাম্বর মতে-ও তত্ত্বার্থ সূত্রের প্রতিটি সূত্র ৪৫টি আগম গ্রন্থ থেকে নেওয়া আগমবচনেরই সারাংশ মাত্র। উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই এই গ্রন্থ তাই আগম শাস্ত্র তুল্য মর্যাদা লাভ করে

থাকে। আগম শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সুবিশাল পরম্পরা যেন তত্ত্বার্থ সূত্রে সংহত হয়ে আছে। তাই এই একটি মাত্র গ্রন্থ পাঠ করলেই যেন সমগ্র আগম শাস্ত্রের জ্ঞান স্পষ্টভাবে এবং সুব্যবস্থিত ভাবে পাওয়া যায়।

২. সংস্কৃত ভাষা : উমাস্বাতি জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ, সেই সঙ্গে জন্ম এবং কর্মজীবন তিনি কাশী, মগধ, বিহার ইত্যাদি প্রদেশে অতিবাহিত করার জন্য তিনি সেই সময়ের প্রধান ভাষা সংস্কৃতের গভীর অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রচলিত মৌখিক ভাষা প্রাকৃত -এর অতিরিক্ত সংস্কৃত ভাষার প্রবেশের দরজা তাঁর কাছে উন্মুক্ত ছিল বলেই জৈন দর্শনের সাথে সাথে বৈদিক দর্শন সাহিত্য ও বৌদ্ধ দর্শন সাহিত্য সম্পর্কে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের জ্ঞান ভাণ্ডার-ও অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছিল।

৩. দর্শনান্তরের প্রভাব : সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শন সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করার ফল স্বরূপ বাচকাচার্য্য উমাস্বাতি অনেক নব নব দার্শনিক গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই সব দর্শনের আলোচ্য বিষয় বস্তু, আলোচনা ও বিচারের ধারা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন। যার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পড়েছিল উমাস্বাতির রচনার মধ্যে। সংস্কৃত ভাষায় রচিত অন্য দর্শন সম্প্রদায়ের গ্রন্থের মতই সংক্ষিপ্ত সূত্রশৈলীতে তিনি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম জৈন দর্শন মূলক গ্রন্থ রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন।

(খ) রচনার উদ্দেশ্য : যে কোন ভারতীয় শাস্ত্র রচয়িতা যখন শাস্ত্র রচনা করেন, তখন তাঁর গ্রন্থ রচনার তথা বিষয় নিরূপণের অন্তিম উদ্দেশ্য থাকে মোক্ষ প্রাপ্তি। তা সেই গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, ইত্যাদি যে কোন আধিভৌতিক শাস্ত্রই হোক না কেন, বা যোগশাস্ত্র

ন্যায়শাস্ত্রের মত তত্ত্বজ্ঞান মূলক শাস্ত্রই হোক--- সকল প্রকার গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্যটি যাই হোক না কেন, ঐ শাস্ত্রের অন্তিম ফল হল মোক্ষ প্রাপ্তি।

বৈশেষিক দর্শন রচয়িতা মহর্ষি কণাদ প্রমেয় বিষয়ে চর্চা করার পূর্বে প্রমেয় পদার্থের জ্ঞানকে মোক্ষের সাধন বলে উল্লেখ করেছেন।[১] ন্যায়সূত্র-কার মহর্ষি গৌতম প্রমাণ পদ্ধতির জ্ঞানকে মোক্ষের দ্বার বলে স্বীকার করে তার স্বরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছেন।[২] সাংখ্যদর্শনে-ও দেখা যায় যে, মোক্ষের উপায়ভূত জ্ঞানের পূর্তির জন্য বিশ্বের উৎপত্তির বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] বেদান্তদর্শনে-ও মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ব্রহ্ম ও জগতের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে। যোগ দর্শনে ও বলা হয়েছে যে, যোগ ক্রিয়া ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য বর্ণনা মাত্রই মোক্ষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায়। ভক্তিবাদী দর্শনে-ও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হল জীব, জগৎ, ঈশ্বর-ইত্যাদি বিষয় বর্ণনার দ্বারা ভক্তিবাদের পোষণ করা এবং অন্তে মোক্ষলাভ করা। বৌদ্ধ দর্শনে-ও ক্ষণিকবাদ বা চতুরার্যসত্যের মধ্যে সমাবিষ্ট অধিভৌতিক তথা আধ্যাত্মিক বিষয় নিরূপণের উদ্দেশ্য-ও হল মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তি। অনুরূপভাবেই জৈন দর্শনে-ও শাস্ত্র চর্চার অন্তিম উদ্দেশ্য হল মোক্ষ প্রাপ্তি। বাচকাচার্য্য উমাস্বাতি-ও মোক্ষকে অন্তিম উদ্দেশ্য রূপে সামনে রেখে তার প্রাপ্তির উপায় সিদ্ধ করার জন্য তাঁর *তত্ত্বার্থসূত্রে* প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের অর্থ বা স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। দিগম্বর পরম্পরায় এই গ্রন্থ তাই 'মোক্ষশাস্ত্র' নামে-ও প্রসিদ্ধ।

(গ) রচনা শৈলী : প্রাচীন জৈন আগম শাস্ত্র গ্রন্থ গুলি দীর্ঘ-ও বর্ণনাত্মক সূত্রসমূহের দ্বারা প্রাকৃত ভাষায় রচিত হত। এইরূপ রচনা শৈলী পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ত্রিপিটক গ্রন্থ গুলির ক্ষেত্রে-ও লক্ষ্য করা যায়।

১. কনাদসূত্র, ১/১/৪
২. ন্যায়সূত্র, ১/১/১
৩. সাংখ্যকারিকা, ২

প্রকৃত পক্ষে সহজে বোধগম্য করার জন্যই দীর্ঘ-ও বর্ণনা মূলক রচনা শৈলীর ব্যবহার করা হত। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র গ্রন্থগুলি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হত এবং তা শুধুমাত্র পণ্ডিত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ধীরে ধীরে এই রচনাশৈলীই শাস্ত্রকারদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রথম শতকে বাচকাচার্য্য উমাস্বাতিই সর্বপ্রথম জৈনদর্শনে এই সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে গ্রথিত সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করার শৈলী প্রবর্তন করেন তাঁর *তত্ত্বার্থসূত্র* রচনার মধ্য দিয়ে। তিনি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র গ্রন্থের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং এই রচনা শৈলীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ গড়ে ওঠে। এই কারণে তিনি জৈন দর্শনে-ও এই শৈলী প্রবর্তন করেন এবং সংস্কৃত ভাষায় ছোট ছোট সংক্ষিপ্ত সূত্র রচনার মধ্যে দিয়ে *তত্ত্বার্থসূত্র* রচনা করেন। তাঁর এই শৈলী জৈন বিদ্বানদের মধ্যে সাদরে গৃহীত হয় এবং ফল স্বরূপ উমাস্বাতির পর জৈন পরম্পরায় সংস্কৃত সূত্র সাহিত্য রচনার জোয়ার আসে। সংস্কৃত ভাষায় সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে জৈন ব্যাকরণ, অলংকার, আচার শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, প্রমাণশাস্ত্র ইত্যাদি অনেক বিষয় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়ে দার্শনিকগণ গ্রন্থ রচনা কার্য শুরু করেন। উমাস্বাতির পরবর্তী কালের দার্শনিক সমন্তভদ্র, সিদ্ধসেন দিবাকর, থেকে শুরু করে হেমচন্দ্র, যশোবিজয়, অকলংক প্রমুখ দার্শনিকগণ এই পরম্পরা অনুসরণ করেন।

উমাস্বাতির *তত্ত্বার্থসূত্র*, মহর্ষি কনাদ রচিত *বৈশেষিক সূত্রের* মত দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। *বৈশেষিক সূত্রের* সূত্রসংখ্যা ৩৩৩টি, *তত্ত্বার্থ সূত্রের* সূত্র সংখ্যা ৩৫৩টি। তবে *তত্ত্বার্থসূত্রে বৈশেষিক সূত্রের* মত 'আহ্নিক' বিভাগ নেই, বা *ব্রহ্মসূত্রের* মত 'পাদ' বিভাগ ছিল, উমাস্বাতি তার পরিবর্তে 'অধ্যায়' নামক বিভাগ নামকরণ চালু করেন। তাঁর দ্বারা চালু করা অধ্যায় বিভাগ করার ধারা পরবর্তী কালে আচার্য্য অকলংক প্রমুখ জৈন দার্শনিকগণ অনুসরণ

করেছিলেন। *তত্ত্বার্থসূত্রের* আরো একটি বিশেষত্ব হল এই যে, এই দর্শনে আস্তিক দর্শনগুলির মত পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ - এর উল্লেখ ব্যতীত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। জৈন পরম্পরা শ্রদ্ধা প্রধান তাই তাঁরা সর্বজ্ঞের বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে স্বীকার করে নেন। তাই এখানে শংকা-সমাধান -- এর কোন স্থান নেই। পরবর্তীকালের ভাষ্যকারগণ অবশ্য এই শংকা-সমাধান শৈলী গ্রহন করেছেন অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনার খাতিরে।

বিষয় বর্ণনা : ভগবান মহাবীরের তত্ত্ব মীমাংসার অর্থ হল জ্ঞেয় মীমাংসা এবং চারিত্র মীমাংসা কে সমান রূপে বিচার করা। তাই 'জিন কথিত তত্ত্বই একমাত্র সত্য' -- একথা মেনে নিয়ে গৃহস্থব্যক্তি বা সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী উভয়েই সমান শ্রদ্ধা রেখে মোক্ষ লাভ করতে পারে। বাচকাচার্য্য উমাস্বাতি-ও তাঁর *তত্ত্বার্থসূত্র গ্রন্থে* জ্ঞেয়তত্ত্ব ও চারিত্র্যতত্ত্বকে মোট নয়টি তত্ত্বকে বিভক্ত করে এই নবতত্ত্ব-- এর প্রকৃত অর্থ বর্ণনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই তাঁর এই গ্রন্থকে 'তত্ত্বার্থ অধিগম' নামে-ও আখ্যাত করেছেন।

বিষয় বিভাজন : তত্ত্বার্থের বর্ণিত বিষয় সমূহকে আচার্য্য উমাস্বাতি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে জ্ঞান বিষয়ক চর্চা করা হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম--এই চারটি অধ্যায়ে জ্ঞেয় তত্ত্বের মীমাংসা এবং ষষ্ঠ থেকে দশম -- এই পাঁচটি অধ্যায়ে চারিত্র তত্ত্বের মীমাংসা করা হয়েছে।

জ্ঞান মীমাংসা :

প্রথম অধ্যায়ে জ্ঞান সম্বন্ধিত আটটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই আটটি বিষয় হল---

১) নয় ও প্রমাণ-রূপ জগতের বিভাজন

২) মতি আদি আগম প্রসিদ্ধ পাঁচ প্রকার জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপ দু প্রকার প্রমাণে তাদের বিভাজন।

৩) মতিজ্ঞানের উৎপত্তির সাধন, তাঁর ভেদ-প্রভেদ গত ক্রমিক প্রকারভেদ।

৪) জৈন পরম্পরায় স্বীকৃত আগম শাস্ত্র-রূপ প্রমাণ কে শ্রুতজ্ঞান-রূপে বর্ণনা।

৫) অবধি-আদি তিন প্রকার দিব্য প্রত্যক্ষ --এর স্বরূপ, তার প্রকারভেদ ও পারস্পরিক পার্থক্য আলোচনা,

৬) পাঁচ প্রকার জ্ঞানের তারতম্য নির্দেশ পূর্বক তার বিষয় নির্দেশ।

৭) জ্ঞানের যথার্থতা ও অযথার্থতার কারণ, এবং

৮) নয় - এর প্রকারভেদ সমূহ বর্ণন।

জ্ঞেয় মীমাংসা : জ্ঞেয় মীমাংসায় জগতের মূলভূত জীব এবং অজীব--এই দুই তত্ত্বের বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে চতুর্থ অধ্যায়--এই তিনটি অধ্যায় জুড়ে শুধুমাত্র জীবতত্ত্বের চর্চা-ই করা হয়েছে। *দ্বিতীয় অধ্যায়ে* জীবতত্ত্বের স্বরূপ এবং তার অতিরিক্ত সংসারী জীবের নানাবিধ প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। *তৃতীয় অধ্যায়ে* অধোলোকবাসী নারক জীবের এবং মধ্যলোকবাসী মানুষ ও তির্যঞ্চ (পশু পক্ষী ইত্যাদি) জীবের বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে নরক ভূমি ও মনুষ্য লোকের ভৌগলিক ব্যবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। *চতুর্থ অধ্যায়ে* দেবগণের সৃষ্টির বর্ণনা এবং স্বর্গলোকের অতিরিক্ত অনেকপ্রকার দিব্য লোকের বর্ণনা করা হয়েছে। *পঞ্চম অধ্যায়ে* প্রত্যেক দ্রব্যের গুণধর্মের স্বরূপ নির্দেশ করে সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের দ্বারা দ্রব্য-মাত্রের বিস্তৃত চর্চা করা হয়েছে। জ্ঞেয় মীমাংসায় মূলতঃ ষোলটি বিষয়ের চর্চা করা হয়েছে। এগুলি হল---

দ্বিতীয় অধ্যায়ে---১. জীবতত্ত্বের স্বরূপ

২. সংসারী জীবের ভেদ

৩. ইন্দ্রিয়ের ভেদ-প্রভেদ, তাদের নাম, বিষয় এবং জীবরাশির ইন্দ্রিয়সমূহের বিভাজন।
৪. মৃত্যু এবং জন্মের মাঝে জীবের স্থিতি।
৫. জন্ম সমূহ এবং স্থানভেদে জাতির বিভাজন।
৬. শরীরের ভেদ, তারতম্য ইত্যাদি।
৭. জাতি সমূহের লিঙ্গ বিভাজন ইত্যাদি।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে -- ৮. অধোলোকের বিভাগ এবং অধোলোকবাসী নারক জীবের বর্ণনা, ৯. দ্বীপ, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র আদি দ্বারা মধ্যলোকের ভৌগলিক বর্ণনা তথা মধ্যলোকবাসী মানুষ, পশু, পাখির জীবনকালের বিবরণ। ১০. দেব সমূহের বিভিন্ন জাতি, ভোগস্থান, সমৃদ্ধি, জীবনকাল এবং জ্যোতির্মন্ডলের বিবরণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে-- ১১. দ্রব্যের ভেদ, তাদের পারস্পরিক সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের বিবরণ, তাদের স্থিতিক্ষেত্র ও প্রতিটি দ্রব্যের কার্যের বিবরণ, ১২. পুদগলদ্রব্যের স্বরূপ ও প্রকারভেদ, উৎপত্তির কারণ ইত্যাদি, ১৩. সৎ এবং নিত্য এর স্বরূপ ও হেতু, ১৪. পৌদ্‌গলিক বন্ধের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, ১৫. দ্রব্যসামান্যের লক্ষণ, কালকে দ্রব্য বলে স্বীকার করা যাবে কিনা তদ বিষয়ক মতান্তর এবং ১৬. গুণ ও পরিণামের লক্ষণ এবং পরিনামের ভেদ সমূহের বর্ণনা ইত্যাদি।

চারিত্র্য মীমাংসা : চারিত্র মীমাংসার আলোচ্য বিষয় হল-- জীবনের কোন কোন প্রবৃত্তি হেয়, তার মূল কারণ কি এবং হেয় প্রবৃত্তি ত্যাগ কোন কোন উপায়ের দ্বারা সম্ভব, এবং ত্যক্ত প্রবৃত্তির স্থলে কোন প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করা উচিৎ, জীবনের পরিণাম কি ইত্যাদি। ষষ্ঠ থেকে দশম অধ্যায় এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আছে।

চারিত্রমীমাংসার মোট ১১টি বিষয়ের চর্চা করা হয়েছে। তার মধ্যে *ষষ্ঠ অধ্যায়ে*--- ১. আস্রবের স্বরূপ, প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে। *সপ্তম অধ্যায়ে*- ২. ব্রত--এর স্বরূপ, ব্রতধারী ব্যক্তিসমূহের মধ্যে ভেদ, ৩. হিংসাদি দোষের স্বরূপ, ৪. ব্রতের সম্ভাব্য দোষ, ৫. দান এর স্বরূপ, তারতম্য ও তার হেতুর বর্ণনা, *অষ্টম অধ্যায়ে*--- ৬. কর্মবন্ধের মূলহেতু এবং কর্মবন্ধের ভেদ, *নবম অধ্যায়ে*--- ৭. সংবর-এর স্বরূপ, তার বিবিধ উপায় ও ভেদ সমূহ, ৮. নির্জরার স্বরূপ ও নির্জরার উপায়, ৯. ভিন্ন ভিন্ন অধিকার যুক্ত সাধক এবং তাদের মর্যাদার তারতম্য প্রদর্শন, *দশম অধ্যায়ে*--- ১০. কেবলজ্ঞানের হেতু নির্দেশ, ও মোক্ষের স্বরূপ এবং ১১. মুমুক্ষু ব্যক্তির আত্মার কোন রীতিতে কোথায় গতি প্রাপ্তি ঘটে---এই সকল বিষয়ের বর্ণনা আছে।

তত্ত্বার্থসূত্র -এর সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের তুলনাত্মক আলোচনা

ড : অনুপম যশ

তত্ত্বার্থসূত্রের জ্ঞান মীমাংসাগত আলোচনা শৈলী, *'নন্দীসূত্র'* --এর জ্ঞানচর্চা ও আগমিক শৈলী অনুসরণ করেছে। অবগ্রহ, ইহা ইত্যাদি লৌকিক জ্ঞানের[১] উৎপত্তির যে ক্রম এখানে আলোচিত হয়েছে তা ন্যায়দর্শনের নির্বিকল্পক-সবিকল্পক[২] জ্ঞানের মাত্রাভেদ কে মনে করায়। বৌদ্ধ *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ*[৩] গ্রন্থেও এই প্রকার জ্ঞানোৎপত্তি প্রক্রিয়ার পরিচয় মেলে। অবধি আদি তিন প্রকার পারমার্থিক প্রত্যক্ষের[৪] যে বর্ণনা আছে, সেইরূপ বর্ণনা বৈদিক ও বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত সিদ্ধ, যোগী এবং ঈশ্বর প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ আমাদের স্মরণ করায়। মনঃ পর্যায় নামক যে পারমার্থিক প্রত্যক্ষের কথা *তত্ত্বার্থসূত্রে* বলা হয়েছে, তা যোগদর্শনে বর্ণিত[৫] এবং বৌদ্ধ দর্শনে[৬] বর্ণিত পরচিত্ত জ্ঞানের বিষয়টি স্মরণ করায়। এতদ্‌ব্যতীত প্রত্যক্ষ-ও পরোক্ষ রূপে প্রমাণের যে বিভাজন করা হয়েছে তা বৈশেষিক ও বৌদ্ধগণের স্বীকৃত দ্বিপ্রমাণতত্ত্ব, সাংখ্য ও যোগ দর্শনে বর্ণিত ত্রিবিধ প্রমাণতত্ত্ব, ন্যায় দর্শনে বর্ণিত চার প্রমাণ এবং মীমাংসা ও বেদান্ত প্রতিপাদিত ছয়টি প্রমাণতত্ত্বের সমন্বিত রূপ বলে মনে করা যেতে পারে। *তত্ত্বার্থ সূত্রের* জ্ঞান মীমাংসায় জ্ঞান ও অজ্ঞানের যে বিবেক বা পার্থক্যের কথা আছে,[৭] তা

১. *তত্ত্বার্থসূত্র* ১/১৫-২১
২. *ন্যায় সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী* কারিকা ৫২
৩. *অভিধর্মার্থসংগ্রহ*, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।
৪. *তত্ত্বার্থ* ১/২০-২৫, ৩০
৫. *যোগসূত্র* ১/১৯
৬. *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ*, ৯ম পরিচ্ছেদ
৭. *তত্ত্বার্থ* ১/৩৩

ন্যায় দর্শনের প্রমা-অপ্রমা জ্ঞানের ভেদ[৮] এবং যোগ দর্শনে স্বীকৃত প্রমাণ ও বিপর্যয় এর ভেদ[৯] এর সঙ্গে তুলনীয়। তত্ত্বার্থসূত্রে 'নয়' ও তার ভেদ সংক্রান্তি যে আলোচনা আছে তার তুলনা অন্য কোন ভারতীয় দর্শনে নেই। 'নয়' সংক্রান্ত আলোচনা জৈন দার্শনিকদের এক সম্পূর্ণ নতুন অবদান।

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয় অত্যন্ত সুব্যবস্থিত এবং এর তুলনা অন্য দর্শনে মেলা ভার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপযোগকে জীবের লক্ষণ বলা হয়েছে। যা চৈতন্যকে জীবের লক্ষণ বলে স্বীকার করেন যারা, সেই আত্মবাদী দার্শনিকদের বক্তব্যকেই যেন প্রতিফলিত করছে। ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শনে ইন্দ্রিয় সমূহের যে বর্ণনা আছে[১০] তার সঙ্গে *তত্ত্বার্থসূত্রে* বর্ণিত ইন্দ্রিয় সমূহের বর্ণনার মধ্যে শব্দগত কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে অর্থগত সাদৃশ্য এখানে কম। *তত্ত্বার্থসূত্রে* বিভিন্ন প্রকার শরীরের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে তুলনা করা যায় বৈশেষিক[১১] দর্শনে স্বীকৃত পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরের বর্ণনা বা সাংখ্যদর্শনে[১২] স্বীকৃত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের বর্ণনা। যদি-ও এই বর্ণনাগুলির মধ্যে অমিল-ই বেশী। *তত্ত্বার্থসূত্রের* তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যে ভুগোল বিদ্যার বর্ণনা আছে তা অন্য কোন দর্শনের সূত্রকারগণ করেন নি। এমন কি *যোগসূত্রের* ৩/২৬ সূত্রের ভাষ্যে যে নরক ভূমির ব্যাখ্যা আছে, নরকলোক, মধ্যলোক, ঊর্ধ্বলোক সম্বন্ধীয় ক্ষেত্রসমূহের বিবরণ আছে, দ্বীপ সমূহের যে বর্ণনা আছে, তা তত্ত্বার্থসূত্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় *ত্রৈলোক্য প্রজ্ঞপ্তির* বিবরণ অপেক্ষা ন্যূন প্রতীত হয়। এইরকম বৌদ্ধ গ্রন্থ সমূহে[১৩] দ্বীপ, সমুদ্রে, পাতাল,

৮. *তর্কসংগ্রহ*, বুদ্ধিখণ্ড
৯. *যোগসূত্র* ১/৫
১০. *ন্যায়সূত্র* ১/১/১২-১৪
১১. *তর্কসংগ্রহ*
১২. *সাংখ্যকারিকা*, ৪০-৪২ কারিকা।
১৩. *ধর্মসংগ্রহ*, পৃ. ২৯-৩২, অভিধর্মার্থসংগ্রহ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নারক ও দেবসমূহের যে বর্ণনা আছে, তা-ও *ত্রৈলোক্যপ্রজ্ঞপ্তি* অপেক্ষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়ে যে বস্তু, শৈলী ও পরিভাষা রয়েছে তার সাথে বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনের সঙ্গে অধিকতর সাম্য লক্ষ্য করা যায়। জৈন ষড়দ্রব্যবাদ, বৈশেষিক ষট্‌পদার্থ বাদের সঙ্গে তুলনীয়। দ্রব্যের সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের আলোচনা ও বৈশেষিক[১৪] মতের সঙ্গে তুলনীয়, যদি-ও ধর্মাস্তিকায় ও অধর্মাস্তিকায়--এই দুই দ্রব্যের আলোচনা অন্য কোন দর্শনে পাওয়া যায় না। জৈন আত্মবাদ ও পুদ্‌গলবাদ সম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহের সাক্ষাৎকার বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনে পাওয়া যায়। জৈন দর্শনের মতই ন্যায়, বৈশেষিক এবং সাংখ্যদর্শন-ও আত্মার বহুত্বে বিশ্বাস করে। জৈন দর্শনের পুদগলবাদ বৈশেষিক পরমানুবাদ এবং সাংখ্য প্রকৃতিবাদের সমন্বয় বলে মনে হয়। কেননা, এখানে আরম্ভ ও পরিণাম উভয় মতবাদের স্বরূপ নিহিত আছে। জৈন দর্শনের মতই বৈশেষিক দর্শন কাল দ্রব্যকে স্বীকার করেন। 'সৎ' এবং 'নিত্য' --এর স্বরূপ সংক্রান্ত তত্ত্বার্থগত ব্যাখ্যা সাংখ্য ও যোগ দর্শনের তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সাংখ্য-যোগদর্শনে বর্ণিত পরিণামিনিত্যত্ব --এর স্বরূপ *তত্ত্বার্থের* সৎ ও নিত্য তত্ত্বের সঙ্গে শব্দগত সাদৃশ্যপূর্ণ। *তত্ত্বার্থসূত্রের* দ্রব্য-ও গুণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বৈশেষিক দর্শনের দ্রব্য-গুণ তত্ত্বের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তত্ত্বার্থ এবং সাংখ্য যোগের পরিণাম সম্বন্ধীয় পরিভাষা সমান।

চারিত্রমীমাংসা সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, তত্ত্বার্থ সূত্রের তত্ত্বের সঙ্গে যোগদর্শনের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল---

১৪. *প্রশস্তপাদ ভাষ্য*, সাধর্ম্য বৈধর্ম্য তত্ত্ব, পৃ. ৯৬

তত্ত্বার্থসূত্র	**যোগসূত্র**
১. কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রবৃত্তিরূপ আস্রব (৬/১)	১. কর্মাশ্রয় (২/১২)
২. মানসিক আস্রব (৮/১)	২. চিত্তবৃত্তি নিরোধ (১/৬)
৩. সকষায় ও অকষায় আস্রব (৬/৫)	৩. ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট কর্মাশয় (২/১২)
৪. সুখ দু:খাত্মক শুভ ও অশুভ আশ্রয় (৬/৩-৪)	৪. সুখ দু: খাত্মক পুন্য ও অপুণ্য কর্মাশ্রয় (২/১৪)
৫. মিথ্যাদর্শন আদি বন্ধের পাঁচ হেতু (৮/১)	৫. অবিদ্যা আদি পঞ্চক্লেশ (২/৩)
৬. আত্মা ও কর্মের সম্বন্ধই বন্ধ (৮/২-৩)	৬. পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ বা সম্বন্ধই বন্ধন (২/১৭)
৭. অনাদি বন্ধ মিথ্যাদর্শনের অধীন।	৭. অনাদি সংযোগ অবিদ্যার অধীন (২/২৪)
৮. আস্রব নিরোধ-ই হল সংবর (৯/১)	৮. চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ (১/২)
৯. গুপ্তি, সমিতি আদি এবং বিবিধ তপ আদি সংবর-এর উপায় (৯/২-৩)	৯. যম, নিয়ম আদি এবং অভ্যাস বৈরাগ্য আদি যোগের উপায় (১/১২-১/২৯)
১০. অহিংসা আদি মহাব্রত (৭/১)	১০. অহিংসা আদি সার্বভৌম যম (২/৩০)
১১. হিংসা আদি বৃত্তি সমূহের মধ্যে ঐহিক ও পারলৌকিক দোষ সমূহ দর্শন করে তা নিবারণ করা (৭/৪)	১১. প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা হিংসা আদি বিতর্ক সমূহ নিবারণ করা (২/৩৩-৩৪)
১২. মৈত্রী আদি চার প্রকার ভাবনা (৭/৬)	১২. মৈত্রী আদি চার প্রকার ভাবনা (১/৩৩)

১৩. পৃথকত্বাবিতর্কসবিচার এবং একত্ববিতর্ক নির্বিচার আদি চার শুক্লধ্যান (৯/৪১-৪৬)	১৩. সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার রূপ চার সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (১/১৬,৪১,৪৪)
১৪. নির্জরা ও মোক্ষ (৯/৩ এবং ১০/৩)	১৪. আংশিকহান-বন্ধোপরম ও সর্বথাহান (২/২৫)
১৫. জ্ঞানসহিত চারিত্র্যই নির্জরা ও মোক্ষের হেতু (১/১)	১৫. সাঙ্গযোগসহিত বিবেকখ্যাতিই হান-এর উপায় (২/২৬)
১৬. জাতিস্মরণ, অবধিজ্ঞানাদি দিব্যজ্ঞান এবং চারণবিদ্যাদি লব্ধিসমূহ (১/১২, ১০/৭)	১৬. সংযমজনিত ঐ প্রকার বিভূতিসমূহ (২/২৯, ৩/১৬)

এই তালিকার অতিরিক্ত আরো অনেক বিষয় প্রসঙ্গেও এই দুই দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ--কর্মসিদ্ধান্তের কথা বলা যায়। কর্মসিদ্ধান্ত বিষয়ে জৈন দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন ও যোগ দর্শনে বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা করা হয়েছে। ঐ আলোচনার বিষয়গত সাদৃশ্য-ও অনেক দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য। কিছু কারণে এই তিন দর্শন সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহারগত ভিন্নতা থাকার জন্য এই দর্শন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। ক্লেষ ও কষায় ত্যাগের কথা এই তিনটি দর্শনেই বলা হয়েছে। শুধু উপায় ওভেদ এখানে আছে। জৈন দর্শনে দৈহিক সংযমের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বৌদ্ধ আচার দর্শনে ধ্যানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আর যোগ দর্শনে প্রাণায়াম, শৌচ ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তত্ত্বার্থ সূত্রের চারিত্র্য মীমাংসায় প্রাণায়াম ও শৌচ বিষয়ক একটি-ও সূত্র দেখা যায় না। ধ্যান-বিষয়ে আলোচনা থাকলে-ও তার সিদ্ধির জন্য বৌদ্ধ বা যোগদর্শন যে ব্যবহারিক উপায়ের বর্ণনা আছে,

তত্ত্বার্থ সূত্রে তার দেখা-ও মেলে না। আবার, তত্ত্বার্থসূত্রে পরীষহ ও তপ-এর যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে সেইরূপ বিবরণ যোগ বা বৌদ্ধ দর্শনে নেই।

আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈন, বৌদ্ধ এবং যোগ--এই তিনটি দর্শনেই জ্ঞান এবং চারিত্র্য --এই উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, জৈন দর্শনে 'চারিত্র্য' কে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলে স্বীকার করে 'জ্ঞান' কে তার অঙ্গরূপে অঙ্গীকার করা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ এবং যোগ দর্শনে 'জ্ঞান' কে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলে স্বীকার করে 'চারিত্র্য' কে তার অঙ্গ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই কারণে *তত্ত্বার্থসূত্রের* চারিত্র্যমীমাংসা চারিত্র্য সম্বন্ধীয় ক্রিয়া সমূহ ও তার ভেদ-প্রভেদ সমূহের অধিক বর্ণনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

জৈনাগম ও জাতকে বর্ণিত চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথা

শ্রী বি. এল. নাহটা

শ্রমণ সংস্কৃতির প্রধান দুইটা অঙ্গ জৈন ও বৌদ্ধ। এদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রদ্যুর্ভাব হয়েছিল ভগবান বুদ্ধ হতে। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন জৈনদের চব্বিশ সংখ্যক তীর্থংকের ভগবান মহাবীরের সমসাময়িক। দর্শনসার প্রভৃতি জৈন গ্রন্থের উল্লেখ্যনুসারে ভগবান বুদ্ধ ২৩ সংখ্যক তীর্থংকর ভগবান পার্শ্বের পরম্পরার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বোধহয় এই কারণেই বৌদ্ধ ধর্মের আচার, বিচার, কথা ও সাহিত্যের ওপর জৈন ধর্মের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের এই সিদ্ধান্ত গত সাম্যের জন্য পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতেরা গোড়ারদিকে একটীকে অপরটীর শাখা বলে অনুমান করেছিলেন। যদিও হারমান জেকোবী প্রমুখ মনিধীরা জৈনধর্মের গভীর অধ্যয়নের দ্বারা সে ধারণা প্রাপ্ত সেকথা প্রমাণিত করেছেন, তবু সেই ভ্রান্ত ধারণার যে সম্পূর্ণ নিরসন হয়েছে সেকথা বলা যায় না। যে কোনো সরকারী সংগ্রহালয়ে গেলেই দেখা যাবে যে বহু জৈন মূর্তিকে বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে নিকট সাম্যের জন্য বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ভগবান মহাবীরের উল্লেখ নিগংঠ নাতপুত্ত বলে করা হয়েছে তবে প্রাচীন জৈন সাহিত্যে ভগবান বুদ্ধের কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। এতে মহাবীর বুদ্ধের চাইতে বয়সে বড় ছিলেন তাই মনে হয়। আবার জৈন উত্তরাধ্যয়ন প্রভৃতি সূত্রগ্রন্থের অনেক পদ বৌদ্ধ ধম্মপদে প্রায় সেই প্রকারেই বা সামান্য পাঠভেদে পাওয়া যায়। এমন কি জৈন গ্রন্থের বহু গল্প প্রায় সেইরূপেই বৌদ্ধ গ্রন্থেও পাওয়া যায়। তাই একথা

নিশ্চিত করে বলা শক্ত যে এই পদ বা গল্প বৌদ্ধরা জৈনদের কাছ হতে সংগ্রহ করেছেন না জৈন ও বৌদ্ধ উভয়েই তৎকাল প্রচলিত লোক সাহিত্য হতে সংগ্রহ করেছেন। বৌদ্ধ দীঘনিকায়ের পায়সীবসূত্তের সঙ্গে জৈন রায়পসেণইয় সুত্তের সাম্য পণ্ডিত বেচরদাসজী তাঁর রায়পসেণইয় সুত্তের ভূমিকায় দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যের চিত্তসম্ভূতের সঙ্গে উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ১৩ অধ্যয়নের চিত্রসংভূতির আশ্চর্য মিল দেখা যায়। উত্তরাধ্যয়ন ও ধম্মপদের অনেক পর ও অঙ্গুতরিয়া জাতকের গণ্যপাঠ ও উত্তরাধ্যয়নের তুলনা স্থানকবাসীদেব প্রধানাচার্য আত্মারামজীর উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের প্রস্তাবনায় করা হয়েছে।

সম্প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দ কৌসল্যায়নের জাতক কথার চতুর্থ ভাগ আমার হাতে এসে পড়ে। এই জাতক কথার কুণ্ডকার জাতকের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেখানে চার প্রত্যেক বুদ্ধের কথা দেওয়া হয়েছে। জৈনাগমের চার প্রত্যেক বুদ্ধের কথার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। সেই কথানকই সামান্য পাঠভেদে এখানে দেখে আমার কৌতুহল জাগ্রত হয়। আমি তখন তাদের তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করি। এই প্রবন্ধ সেই অধ্যয়নেরই ফল।

যেমন আগেই বলেছি, বৌদ্ধরা উত্তরাধ্যয়ন সূত্র হতে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথার মূলও উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ১৮ অধ্যয়নের দুইটী গাথা এবং চারজন প্রত্যেক বুদ্ধের একজন নমির উপরত একটী স্বতন্ত্র অধ্যয়নই রয়েছে। এই সূত্রের টীকাকারেরা পরম্পরাক্রমে আগত কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। মূলেত কেবলমাত্র চার জনের নাম, স্থান ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের উল্লেখ মাত্রই আছে। নীচে জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রাপ্ত চার প্রত্যেক বুদ্ধ কথার রূপ দেওয়া হচ্ছে। সে হতেই এদের সাম্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

প্রথমে বৌদ্ধ কুণ্ডকার জাতকে প্রত্যেক বুদ্ধ কথা যেরূপ দেওয়া হয়েছে তা বিবৃত করছি।

(১)

বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা যখন রাজত্ব করছেন তখন বারাণসীর দ্বার গ্রামে কুণ্ডকার কুলে বোধিসত্ব জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি বিবাহ করেন ও কুল ব্যবসায়ের দ্বারা তাঁর আজীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। পরে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা হয়।

সেই সময় কলিঙ্গ দেশে দন্তপুর নগরে করণ্ডু নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি একবার উদ্যানে যাবার পথে ফলভার নয় এক আম্রবৃক্ষকে দেখতে পেলেন। হাতীর ওপর বসেই তিনি একটি আম ভেঙে নিলেন ও উদ্যানে গিয়ে মঙ্গল-শীলায় বসে যাঁদের দেওয়া উচিত তাঁদের ভাগ দিয়ে নিজে সেই আম গ্রহণ করলেন। রাজা আম ভেঙে খেয়েছেন দেখে তাঁর অনুচরেরা আম ভেঙে খাওয়া উচিত মনে করলেন। তাই মন্ত্রী, পুরোহিত, গৃহপতি সকলেই তখন সেই গাছের আম ভেঙে খেলেন। তাঁদের পরে যাঁরা এলেন তাঁরা গাছে চড়ে লগি দিয়ে আম ফেলে, ডালপালা ভেঙে কাঁচা আম পর্যন্ত খেয়ে গেলেন।

রাজা সমস্ত দিন উদ্যান রইলেন, সন্ধ্যার সময় আবার হাতীতে বসে প্রাসাদে ফিরে চললেন। সেই আম গাছটীর কাছে এসে গাছের দুরবস্থা দেখে হাতীর পিঠ হতে তিনি নীচে নেমে এলেন ও সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন : সকালে যে গাছটা দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠেছিল, ফলভারনত সেই গাছটী দেখতে কত সুন্দর লাগছিল এখন ফলরহিত দুমড়ানো মোচড়ানো গাছটী কত অসুন্দর লাগছে। তারপর তিনি যে গাছে ফল ধরেনা তাদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন : এরা ফল রহিত হওয়ার মুণ্ডমণি পাহাড়ের মতে সুন্দর লাগছে ও এই গাছটী ফলযুক্ত হওয়ায় এই দুর্দশা প্রাপ্ত

হয়েছে। গৃহবাস ফলযুক্ত বৃক্ষের মতো ও প্রব্রজ্যা ফলরহিত বৃক্ষের মতো। যে ধনবান তারই ভয়, অকিঞ্চনের আবার ভয় কী? আমারও ফলরহিত বৃক্ষের মতো হওয়া উচিত। এইভাবে ফলবান বৃক্ষের ধ্যান করে সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি অনিত্য, দু:খ ও অনাত্ম এই তিনটী লক্ষণের ওপর বিচার করে বিপশ্যনা ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন। তারপর সেই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিনি বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন : মায়ের কুক্ষীরূপ কুটীরের আমি নাশ করেছি, ত্রিভুবনে জন্মগ্রহণের সম্ভাবনাকে আমি ছিন্ন করেছি, সংসাররূপী আবর্জনা স্থান আমি পরিস্কার করেছি, অশ্রুরূপ সমুদ্রকে আমি পরিশুদ্ধ করেছি, হাড়ের চতুর্দিকের দেয়াল আমি ভেঙে ফেলেছি, আর আমার জন্ম হবে না। এই প্রকার ভাবতে ভাবতে অলঙ্কার ভূষিত অবস্থায় তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সময় অতীত হয়ে গেল।

রাজা প্রত্যুত্তর দিলেন, আমি ত রাজা নই, আমি প্রত্যেক বুদ্ধ।

মন্ত্রী বললেন, দেব, প্রত্যেক বুদ্ধ আপনার মতো এরকম হন না।

তবে কি রকম হন? ---রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

তাঁর মাথার চুল মুণ্ডিত হয়। তিনি বাতাসে নষ্টমেঘ ও রাহুমুক্ত চন্দ্রের মতো হন। তিনি হিমালয়ের নন্দমূল পর্বতে অবস্থান করেন। দেব, প্রত্যেকবুদ্ধ এরকম হন।

রাজা তখন হাত তুলে তাঁর মাথার উপর রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজবেশ লুপ্ত হয়ে গেল ও শ্রমণবেশ প্রকটিত হল।

তী চীবরঞ্চ মতো চ
বাসিং সূচী-চ বন্ধনা।
পরিসূসাবণেন অট্ঠেতে
যুতলোগষ্স ভিক্খুণো।।

যোগী ভিক্ষুর তিন চীবর, এক পাত্র, এক ছুরী, এক কুঠার, এক কায়াবন্ধন ও একটী জল ছাঁকবার কাপড় এই আট 'পরিকার' হয়।

এই আট পরিস্কার রাজার শরীরে প্রকটিত হল ও তিনি আকাশে উত্থিত হয়ে জন সমুদায়কে উপদেশ দিয়ে আকাশ পথে উত্তর হিমালয়ের নন্দমূল পর্বতের দিকে চলে গেলেন।

(২)

গান্ধার রাজ্যের তক্ষশিলা নগরে নগ্গজী নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি একদিন প্রাসাদে বসে একটী মেয়েকে দেখতে পেলেন। মেয়েটী বসে বসে বাঁটনা বাঁটছিল ও তাঁর দুই হাতে এক একটী কঙ্কন ছিল। রাজা দেখলেন মেয়েটীর হতে এক একটী কঙ্কন থাকবার জন্য তারা না পরস্পরের সান্নিধ্যে আসছে, না শব্দ করছে। মেয়েটী বাঁটনা বাঁটতে বাঁটতে ডান হাতের কঙ্কন বাঁ হাতে পরে নিল ও ডান হাতে মসলা তূলতে লাগল। এখন দুটো কঙ্কন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসবার জন্য ঘসা লেগে শব্দ করতে লাগল। তখন রাজা মনে মনে বিচার করতে লাগলেন কঙ্কন দুটী যখন পৃথক ছিল তখন ঘষা লাগছিল না, শব্দও হচ্ছিল না। এখন একে অন্যের সান্নিধ্যে আসার জন্য ঘষা লাগছে ও শব্দ করছে। এইরকম জীবও যখন একেলা থাকে তখন ঘষা লাগে না, শব্দ করে না। আমি কাশ্মীর ও গ্যন্ধার এই দুই রাজ্যের ওপর রাজত্ব করি। আমারো উচিত এখন একটী কখনের মতো অন্যের ওপর অধিপত্য না করা ও আত্ম বিচার করতে করতে বিচরণ করা। এইভাবে ধষা লাগ্য কঙ্কণের ধ্যান করতে করতে বসে বসেই তিনি তিন লক্ষণের বিচার করে বিপশ্যনা ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।

পরবর্তী আখ্যায়িকা পূর্বের মতো।

(৩)

বিদেহ রাজ্যের মিথিলা নগরে নিমি নামে এক রাজা রাজ্য করতেন।

প্রাত:কালের আহারের পর একদিন তিনি মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে জানলায় ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলেন। সামনের দোকান হতে একখণ্ড মাংস নিয়ে একটী চিল তখন তখনি উড়ে গেল। শকুনাদি অন্যান্য পাখীরা তখন তাকে ঘিরে চক্ষু দিয়ে আঘাত করে সেই মাংসখণ্ড ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। পাখা দিয়ে তাকে আঘাত করতে লাগল ও নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে সেই চিল সেই মাংস খণ্ড ফেলে দিল। তখন অন্য একটী পাখী তা নিয়ে উড়ে গেল। তখন সব পাখীরা চিলকে ছেড়ে দিতে সেই পাখীর পেছনে তাড়া করল। তার মুখ হতে স্খলিত হলে তৃতীয় এক পাখী তা গ্রহণ করল। তখন তারা তাকেও সেইরকম কষ্ট দিতে লাগল। রাজা তখন সেই পাখীদের দেখে মনে মনে এইরকম বিচার করতে লাগলেন।

যে যে পাখী সেই মাংস খণ্ড গ্রহণ করল তারাই দু:খ পেল। যারা ফেলে দিল তারা সুখী হল। এই পাঁচ কাম ভোগকে যে যে গ্রহণ করে সে দু:খী হয়। যে ছাড়ে সে সুখী হয়। এই কাম ভোগ অন্যের কাছে সামান্যই আছে কিন্তু আমার তো ষোল হাজার স্ত্রী রয়েছে। যে মাংসখণ্ড ছেড়ে দিয়েছে সেই চিলের মতো পাঁচ কাম ভোগ পরিত্যাগ করে আমারো সুখ পূর্বক বিচরণ করা উচিত। তিনি এই ভাবে ঠিক ঠিক বিচার করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বিপশ্যনা ভাবনার অতিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধি জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।

পরবর্তী আখ্যায়িকা পূর্বের মতো।

(৪)

উত্তর পাঞ্চাল রাজ্যে কম্পিলা নগরীতে দুর্মুখ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ভোর বেলার খাবার পর সমস্ত অলঙ্কার ভূষিত হয়ে তিনি অমাত্যগণসহ অলিন্দে বসে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের দিকে চেয়েছিলেন। সেই সময় গোয়ালারা গো বাথানের দরজা খুলল। একটী ষাঁড় সেই বাখান হতে বেরিয়ে

এল ও কামপরবশ হয়ে একটী গরুর পেছনে দৌড়ে গেল। সেখানে একটী তীক্ষ্ণ সিংওয়ালা বড় ষাঁড় দাঁড়িয়েছিল। সেও কামপরবশ হয়ে পূর্বোক্ত ষাঁড়ের পেটে তাঁর তীক্ষ্ণ সিং প্রবেশ করিয়ে দিল। সিংয়ের আঘাত এত তীব্র হয়েছিল যে সেই এক আঘাতে সেই ষাঁড়ের পেটের নাড়ীভুঁড়ি সব বেরিয়ে এল ও সে সেইথানেই মারা গেল।

রাজা তাই দেখে ভাবতে লাগলেন পশু হতে আরম্ভ করে সমস্ত প্রাণী কামুকভার জন্য কষ্ট পায়। এই ষাঁড়টী কামুকতার জন্যই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। অন্য প্রাণীও কামুকতার জন্য কষ্ট পায়। আমার উচিত প্রাণীদের মৃত্যুর কারণ কাম জোগের পরিত্যাগ করা। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তিন লক্ষণের বিচার করে বিপশ্যনা ভাবনার অভিবৃদ্ধি করলেন ও প্রত্যেক বোধি জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন।

পরবর্তী আখ্যায়িকা পূর্বের মতো।

একদিন সেই চারজন প্রত্যেক বুদ্ধ ভিক্ষাটনের সময় নন্দমূল পর্বত হতে নির্গত হয়ে অনোতপ্ত সরোবরের ধারে প্রাতঃকৃতা সমাপ্ত করে নাগলতার দাঁতন দিয়ে মুখ প্রক্ষালিত করলেন। তারপর মণিশীলার ওপর দাঁড়িয়ে চীবর পরে পাঁচ চীবর আরো সঙ্গে নিয়ে যোগবলে আকাশ পথে বারাণসীর দ্বারগ্রামের স্বল্প দূরে অবতরণ করলেন। তারপর চীবর পরিধান করে পাত্র নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলেন ও ভিক্ষাটন করতে করতে বোধিসত্বের দরজার গিয়ে উপস্থিত হলেন।

বোধিসত্ব তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আহার করালেন ও তাঁদের ভিক্ষু হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তাঁরা চারজন নিজের নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁদের ভিক্ষু হবার কারণ এক এক গাথায় বিবৃত করলেন।

প্রথম জন বললেন :

অম্বাহ মট্টং বনমন্তরস্মিং
নীলোভাসং ফলিতং সংবিরুলহং।

কং মট্টসং ফলহেতুবিভাগমং
তং দিস্বা ভিক্খাচরিয় চরামি।

আমি ফলভারনম্র আম্র বৃক্ষকে বনে দেখলাম। ফলের জন্য তাকে আবার দুমড়ে মুচড়ে ফেলতেও দেখলাম। তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় জন বললেন :

সেলং সুভট্ঠং নরবীরনিট্ঠিতং
নারীযুগ ধারীয়ি অপসট্টং।
দুতিয়ং চ আগম্য অহোসি সট্টো
তং দিস্বা ভিক্খাচরিয়ং চরামি।।

চতুর কারিগর নির্মিত কঙ্কন-যুগ্ম নারী যখন পৃথক পৃথক ধারণ করল তখন তারা নীরব ছিল কিন্তু যখন তারা এক হাতে এল তখন শব্দ করতে লাগল। তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

তৃতীয় জন বললেন :

দিজং দিজং কুণষমাহরন্তং
একং সমানং বহুকা সম্মেচ্চ।
আহার হেতুপরিপাস্তবিস্থতং
দিম্বা ভিক্খাচরিয়ং চরামি।

যে পাখী মাংসের টুকরো নিয়ে যাচ্ছিল তাকে অন্য পাখীরা এসে মেরে ফেলে দিল। তাই দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

চতুর্থ জন বলল :

উসভাহ মট্টং যুখস্স মজ্স্থ
চলক্ককুং বণ্ণ বলুপপন্নং।
তমদ্দসং কামহেতুবিতুন্নং
তং দিস্বা ভিক্বাচরিয়ং চরামি।

আমি বর্ণ ও বল যুক্ত ষাঁড়কে গোত্রজে দেখলাম। তাকে কাম বাসনার জন্য মৃত্যু মুখ পতিত হতে দেখে আমি ভিক্ষু হয়ে গেলাম।

বোধিসত্ব তাঁদের এক একটী গাথা শুনে প্রত্যেক বুদ্ধদের স্তুতি করলেন ও বললেন, ভন্তে, এই ধ্যান আপনাদেরই যোগ্য। তারপর তাঁরা চলে গেলে বোধিসত্ব তাঁর স্ত্রীর নিকট নিজের প্রব্রজ্যা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নিম্নলিখিত গাথার ব্যক্ত করলেন।

করণ্ডু নাম কলিংগানাং
গন্ধারানঞ্চ নগ্গজ্জী
নিমি রাজাবিদেহানাং
পঞ্চালানাঞ্চ দুমুখো।
এতে রট্ঠা নিহিত্বান
পংব্বজিসু অকিঞ্চনা।।
সবেপি যে দেবসমা সমাগতা
অগ্নি যথা পংজ্জলিতো তথাবিমে।
অহংপি একোব পরিস্সামি ভগ্গবি
হিত্বান কামানি যথোধিকানি।।

কলিঙ্গ নরেশ করণ্ডু, গান্ধার নরেশ নগ্গজী, বিদেহ নরেশ নিমি ও পাঞ্চাল নরেশ দুম্মুখ এই চারজন রাজ্য পরিত্যাগ করে অকিঞ্চন হয়ে প্রব্রজিত হয়েছেন। এঁরা প্রজ্বলিত অগ্নির মতে। শোভায়মান দেবতাদের মতো আমাদের এখানে এলেন। হে সুলক্ষণা, আমিও কামভোগরূপ উপাধিকে পরিত্যাগ করে এখন একলা বিচরণ করব।

বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রত্যেক বুদ্ধ চরিত্র এখানেই শেষ হচ্ছে। এখন জৈন সাহিত্যের কথা বস্তু অনুসারে এদের সাম্যের ওপর বিচার করব।

উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ১৮ প্রকরণে নিম্নলিখিত গাথার চার প্রত্যেক বুদ্ধের স্বরূপ উদঘাটিত করা হয়েছে।

করকংডু কলিংগেসু
পাংচালেস্থ য দুস্মৃহো।

নমী রায়া বিদেহেসু
গন্ধারেসু য নগ্গই।।৪৬।।
এ এ নরিংদবসভা
নিক্খংতা জিণসাসণে
পুত্তে রজ্জে ঠবিত্তাণং
সামন্নে পজ্জুবট্ঠিয়া।।৪৭।।

কলিঙ্গ দেশে করকণ্ডু পাঞ্চাল দেশে দুম্মুখ, বিদেহে নমি ও গান্ধার দেশে নগ্গই নামে রাজা হয়েছেন। নরেন্দ্রদের মধ্যে বৃষভের সমান শ্রেষ্ঠ এই চারজন রাজা পুত্রদের রাজ্য ভার দিয়ে সংসার পরিত্যাগ করে শ্রমণ ধর্মে প্রব্রজিত হয়ে জিন শাসনের দীক্ষিত হন।

বৃহৎ বৃত্তিকার উপরোক্ত গাথার পাঠ এই প্রকার দিয়েছেন--

করকংডু তসিংদাণাং
পংচালাণং ব দ্যুস্মুহে।
ণমিরায়া বিদেহাণাং
গংধারাণং য নগ্ গই....

এই গাথার সমস্ত পদ *ষষ্ঠ্যন্ত* যখন কি উপরিলিখিত গাথার সপ্তমী বহু বচনান্ত। বৌদ্ধ সাহিত্য এই গাথা দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদের পরস্পর পরিবর্তনের অতিরিক্ত প্রায় একই রূপ। তবে সেখানে পাঠক অবশ্যই দেখবেন যে 'এতে রট্ঠা নিহিত্বান' ইত্যাদি পংক্তি আর একটী পংক্তির অপেক্ষা রাখে। সেই পংক্তি কী উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের ৪৭ গাথার প্রথম পদ 'এ এ নরিংদবসভা' ইত্যাদি ?---যেখানে এই সব নৃপতিদের জৈন শাসনে দীক্ষিত হওয়া প্রদ্ধপিত হয়েছে। এ হতে মনে হয় যে বৌদ্ধরা এই পংক্তিকে জ্ঞানত:ই পরিত্যাগ করেছেন।

(ক্রমশ:)

তত্ত্বার্থসূত্র : রচনাপঞ্জী

ড. অনুপম যশ

'তত্ত্বার্থসূত্র' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ-ভাষ্য-টীকা-টীপ্পণ এর পরিচয় এখানে প্রদত্ত হল।

স্বোপজ্ঞ ভাষ্য : শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মতে, গ্রন্থকার আচার্য্য উমাস্বাতি স্বয়ং *তত্ত্বার্থসূত্র* গ্রন্থে উপর একটি ভাষ্য রচনা করেন, যা *তত্ত্বার্থসূত্রের 'স্বোপজ্ঞ ভাষ্য'* নামেই পরিচিত। এটির মূল সংস্কৃত সহ গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মুদ্রিত গ্রন্থ : *তত্ত্বার্থসূত্র স্বোপজ্ঞভাষ্য*। ১৯০২-১৯০৫, ১৯২৪, ১৯২৮, ১৯৩০, ১৯৪৫, গুজরাটি অনু: (১৯৩৭-১৯৪৭)।

গন্ধহস্তী মহাভাষ্য : *তত্ত্বার্থসূত্রের* প্রাচীনতম ব্যাখ্যাকার বা ভাষ্যকার রূপে জৈন পরম্পরায় আচার্য্য গন্ধহস্তীর নাম বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় পরম্পরায় গন্ধহস্তী নামক দুজন পৃথক আচার্য্যের কথা জানা যায়। দিগম্বর মত অনুসারে গন্ধহস্তী হলেন প্রখ্যাত আচার্য্য সমন্তভদ্র। *আপ্তমীমাংসা* গ্রন্থের রচয়িতা গন্ধহস্তী পদধারী স্বামী সমন্তভদ্র-ই বাচকাচার্য্য উমাস্বাতির *তত্ত্বার্থসূত্র* গ্রন্থের উপর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছিলেন। অপরদিকে, শ্বেতাম্বর পরম্পরায় বৃদ্ধবাদীর শিষ্য সিদ্ধসেন দিবাকরের বিশেষণ হল গন্ধহস্তী। তবে জৈন বিদ্বানগণ মনে করেন যে, গন্ধহস্তী নামক কোন স্বতন্ত্র জৈনাচার্য্যই *তত্ত্বার্থসূত্রের* ভাষ্য গ্রন্থের রচয়িতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে দিগম্বর সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থেই *তত্ত্বার্থভাষ্য* রূপে *গন্ধহস্তী মহাভাষ্যের*

নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যদি-ও এই সব স্থলে কোথা-ও স্বামী সমন্তভদ্রের নাম উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। পণ্ডিত যুগলকিশোর মুখতার (অনেকান্ত, বর্ষ-১, পৃ. ২১৬) অবশ্য বলেছেন যে, 'ধবলা' গ্রন্থে গন্ধহস্তী ভাষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে হীরালাল ন্যায়তীর্থ 'ধবলা' গ্রন্থের বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ধবলার কোন স্থানেই গন্ধহস্তী ভাষ্যের কোন উল্লেখনেই। ২৪শ-১৫শ শতকের জৈনাচার্য্য লঘুসমন্তভদ্র রচিত *অষ্টসহস্রী টীপ্পন* থেকে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, দিগম্বরাচার্য্য সমন্তভদ্রের কৃতি সমূহের বহুস্থানে গন্ধহস্তী বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে।

পণ্ডিত সুখলাল সংঘবী অবশ্য দাবী করেন যে, শ্বেতাম্বর পরম্পরায় প্রসিদ্ধ গন্ধহস্তী আসলে সিদ্ধসেন -এর-ই অপর নাম। কারণ হিসাবে তিনি বলছেন যে, দশম শতাব্দীর জৈনাচার্য্য অভয়দেব তাঁর সম্মতিতর্কের টীকা গ্রন্থের দুটি স্থানে 'গন্ধহস্তী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং তাঁর যে ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন তার রচয়িতা সিদ্ধসেন ছাড়া আর কেউ নয়।

উল্লেখ্য যে 'গন্ধহস্তী মহাভাষ্য' বর্তমানে পাওয়া যায় না। দিগম্বরগণ মনে করেন যে আচার্য্য সমন্তভদ্র রচিত ১১৫টি সূত্র সমন্বিত *আপ্তমীমাংসা* গ্রন্থটি হল আসলে গন্ধহস্তীমহাভাষ্যের ভূমিকা। এটি *দেবাগমস্তোত্র* নামে-ও পরিচিত। গন্ধহস্তীভাষ্য বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় পণ্ডিত যুগলকিশোর মুখতার রচিত 'স্বামীসমন্তভদ্র' গ্রন্থে।

মুদ্রিত গ্রন্থ : (ক) আপ্তমীমাংসা :

১. সমন্তভদ্র রচিত আপ্তমীমাংসার ভাষ্য গ্রন্থ : অকলংকদেব রচিত *অষ্টশতী* (*অষ্টশতী* ভাষ্য, *আপ্তমীমাংসালংকৃতি*)। ১৯০৫, ১৯১৪।

২. বিদ্যানন্দ রচিত *অষ্টসহস্রী*, ১৯০৫, ১৯১৪।

৩. লঘু সমন্তভদ্র রচিত *অষ্ট সাহস্রী টীকা*।

৪. *অষ্টসহস্রী মঙ্গলাচরনবৃত্তি*

৫. ন্যায়বিশারদ যশোবিজয়গণি রচিত *অষ্টসাহস্রীবিবরণম্*।

৬. বসুনন্দী রচিত *টীকা*।

৭. *আপ্তমীমাংসা* (*অষ্টশতী* এবং *অষ্টসহস্রী টীকা* সহ সম্পাদিত, SJG, Vol.-1, বম্বে, ১৯০৫. [Winternitz 1933.2, 581nl ; JRK 178a]

৮. *আপ্তমীমাংসা*, সনাতন জৈন গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক-১০ বেনারস, ১৯১৪.

৯. *দেবাগম*, সমন্তভদ্রাচার্য্য বিরচিত, অনুবাদক যুগলকিশোর মুখতার, সোনাগির, মধ্যপ্রদেশ, ভারতবর্ষীয় অনেকান্ত বিদ্বৎ পরিষদ, ১৯৯৯-১৯৯০, (হীরক জয়ন্তী প্রকাশন মালা, গ্রন্থাঙ্ক-৪৬.

(ঘ) পূজ্যপাদ দেবনন্দি রচিত সর্বার্থসিদ্ধি।

১. Reality (English translation of Shri Pujyapada's Sarvartha siddhi), by S. A. Jain বীর শাসন সংঘ, কলিকাতা, ১৯৬০.

(গ) **অকলংক (720-80) রচিত তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিক।**

১. অকলংকদেব রচিত *তত্ত্বার্থ রাজবার্ত্তিক*, ১১ ও ২য় খণ্ড, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ, কাশী, ১৯৫৩.

২. পদ্মনাভ রচিত রাজবার্ত্তিক টীপ্পণ (SRK 156a)

(ঘ) বিদ্যানন্দ রচিত *তত্ত্বার্থ শ্লোকবার্ত্তিক*, ১৯১৮, ১৯৪৯।

(ঙ) সিদ্ধসেন রচিত *তত্ত্বার্থটীকা*, উজ্জয়িনী, ১৯২৬-৩০, ১৯৪৫.

(চ) হরিভদ্র ও যশোভদ্র রচিত *লঘুবৃত্তি*, ১৯৩৬.

(ছ) চিরন্তন মুনি (শ্বেতাম্বর জৈনাচার্য্য : চর্তুদশ শতাব্দী) রচিত *তত্ত্বার্থসূত্র টীকা*, ১৯২৪.

(জ) ভাস্করনন্দি (জিনচন্দ্র ভট্টারকের শিষ্য) রচিত *সুখবোধ* ১৯৪৪.

(ঝ) শ্রুতসাগর (বিদ্যানন্দের শিষ্য ; ষোড়শ শতাব্দী) রচিত

তত্ত্বার্থদীপিকা, ১৯৪৯

২৪. বালচন্দ্রদেব (দিগম্বর জৈন আচার্য্য) রচিত *তত্ত্ব-রত্নপ্রদীপিকা*, মূল সংস্কৃত সহ কন্নড় ভাষায় অনুদিত, ১৯৫৫.

আংশিক-ভাষ্য :

যশোবিজয় (১৬২৪-১৬৪৪) রচিত *তত্ত্বার্থসূত্রের* প্রথম অধ্যায়ের ভাষ্য। Printed on 1955.

দেবগুপ্ত (১৭শতক) রচিত *সম্বন্ধ কারিকা*, তত্ত্বার্থসূত্রের রচিত আংশিক ভাষ্য। Printed on 1930.

লাবণ্য বিজয় বা বিজয়লাবণ্য সূরি রচিত *তত্ত্বার্থ-ত্রিসূত্রি প্রকাশিকা*, (পঞ্চম অধ্যায়ের উৎপাদ-ব্যয়ধ্রৌব্যং ইত্যাদি তিনটি সূত্রের বিশদ বাখ্যা)। Printed on 1945.

অপ্রকাশিত ভাষ্য সমূহ :

১. অভয়নন্দি সূরি রচিত *তাৎপর্য্য তত্ত্বার্থটীকা*।

২. ভাবসেন রচিত *তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক*।

৩. ব্রহ্মদেব রচিত *তত্ত্বদীপিকা*।

৪. দেবসেন রচিত *তত্ত্বার্থভাষ্য*

৫. দিবাকর ভট্ট রচিত *লঘুবৃত্তি*।

৬. দিবাকরনন্দি রচিত কন্নড়ভাষায় রচিত ভাষ্য।

৭. ধর্মভূষণ রচিত *ন্যায়দীপিকা*।

৮. জয়ন্ত পণ্ডিত রচিত *বালবোধ*।

৯. কমলকীর্তি রচিত *তত্ত্বার্থটীকা*।

১০. কানাকীর্তি রচিত একটি সংস্কৃত ভাষ্য গ্রন্থ, নাম অজ্ঞাত।

১১. লক্ষ্মীদেব রচিত *তত্ত্বার্থ টীকা*।

১২. মাঘনন্দি রচিত *তত্ত্বার্থবৃত্তি*।

১৩. মলয়গিরি রচিত *তত্ত্বার্থসূত্র টীকা*।

১৪. নাগচন্দ্রমুনি রচিত *তত্ত্বানুশাসন*।

১৫. পদ্মকীর্তি (দিগম্বর জৈনাচার্য্য) রচিত *তত্ত্বার্থসূত্র ভাষ্য*।

১৬. প্রভাচন্দ্র রচিত *তত্ত্বার্থটীপ্পন বা রত্নপ্রভাকর*।

১৭. রাজেন্দ্রমৌলি রচিত ভাষ্য।

১৮. রত্নসিংহ রচিত *তত্ত্বার্থসূত্রটীপ্পণ*।

১৯. রবিনন্দি রচিত *মুখবোধিনী*।

২০. সকলকীর্তি রচিত *তত্ত্বার্থসূত্র-দীপিকা*।

২১. সিদ্ধর্ষি রচিত *তত্ত্বার্থসূত্রবৃত্তি*।

২২. সিদ্ধসেন দিবাকর রচিত *তত্ত্বানুসারিণী তত্ত্বার্থটীকা*।

২৩. শিবকোটী রচিত *তত্ত্বার্থ ভাষ্য*।

২৪. শুভচন্দ্র রচিত টীকা।

২৫. বিবুধসেন রচিত টীকা।

২৬. বসোভদ্র রচিত বৃত্তি।

২৭. যশোবিজয় গণি রচিত টব্বা (গুজরাটি ভাষ্য)।

২৮. যোগীদ্রদেব রচিত তত্ত্বার্থ প্রকাশিকা টীকা।

২৯. যোগদেব রচিত *সুখবোধিকা*।

জৈন ভবন প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী

পি - ২৫ কলাকার ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৭০০ ০০৭

বাংলায় ঃ

১।	গণেশ লালওয়ানী – অতিমুক্ত	মূল্য	৪০.০০
২।	গণেশ লালওয়ানী – শ্রমণ সংস্কৃতির কবিতা	মূল্য	২০.০০
৩।	পুরণচাঁদ শ্যামসুখা – ভগবান্ মহাবীর ও জৈনধর্ম	মূল্য	১৫.০০
৪।	শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রশ্নোত্তরে জৈনধর্ম	মূল্য	২০.০০
৫।	শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়– মহাবীর বচনামৃত	মূল্য	২০.০০
৬।	শ্রী জগৎরাম ভট্টাচার্য – দশবৈকালিকসূত্র (বঙ্গানুবাদ)	মূল্য	২০.০০
৭।	ড. অভিজিৎ ভট্টাচার্য্য – আত্মজয়ী	মূল্য	৩০.০০

ইংরাজীতে ঃ

৮।	Bhagavatî sûtra- Text with English translation- in 4 volms by K.C. Lalwani প্রতি খণ্ড	মূল্য	১৫০.০০
৯।	James Burges-The Temples of Satrunjaya.	মূল্য	১০০.০০
১০।	P.C. Samsukha-Essence of Jainism	মূল্য	১৫.০০
১১।	Ganesh Lalwani-Thus Sayeth Our Lord.	মূল্য	৫০.০০
১২।	Lalwani and Banerjee-Weber's Sacred Literature of the Jains	মূল্য	১০০.০০
১৩।	Satya Ranjan Banerjee - Introducing Jainism	মূল্য	৩০.০০
১৪।	Satya Ranjan Banerjee - Jainism in Different States of India.	মূল্য	১০০.০০

হিন্দীতে ঃ

১৫।	গণেশ লালওয়ানী – অতিমুক্ত (২য় সংস্করণ) (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৪০.০০
১৬।	গণেশ লালওয়ানী – শ্রমণ সংস্কৃতি কী কবিতা (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	২০.০০
১৭।	গণেশ লালওয়ানী – নীলাঞ্জনা (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৩০.০০
১৮।	গণেশ লালওয়ানী – চন্দন মূর্তি (অনু. শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী)	মূল্য	৫০.০০
১৯।	গণেশ লালওয়ানী – বর্ধমান মহাবীর	মূল্য	৬০.০০
২০।	গণেশ লালওয়ানী – পঞ্চদশী	মূল্য	১০০.০০
২১।	গণেশ লালওয়ানী – বরসাৎ কী এক রাত	মূল্য	৪৫.০০
২২।	শ্রীমতী রাজকুমারী বেগানী –ইয়াদোঁ কে আঈনে মেঁ	মূল্য	৩০.০০
২৩।	শ্রীসত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় – প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রবেশিকা	মূল্য	২০.০০

এ ছাড়া জৈন ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তিনটি পত্রিকা

ইংরেজীতে ত্রৈমাসিক জৈন জার্নাল	বার্ষিক	৫০০.০০
ISSN 0021 - 4043	(আজীবন সদস্য)	৫০০০.০০
বাংলায় মাসিক শ্রমণ	বার্ষিক	২০০.০০
ISSN : 0975 - 8550	(আজীবন সদস্য)	২০০০.০০
হিন্দীতে মাসিক তিখয়র	বার্ষিক	৫০০.০০
ISSN 2277 - 7865	(আজীবন সদস্য)	৫০০০.০০